190097 - রযিকি বৃদ্ধরি জন্য বশিষে কোনো নামায আছে কি?

প্রশ্ন

আপনি দুই রাকাত নামায পড়বনে যার প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতহিা, একবার সূরা ইখলাস পড়বনে, রুকু-সজিদা লম্বা করবনে এবং নামায শষে হওয়ার পরে বলবনে: ইয়া মাজদে (হে মহমিান্বতি), ইয়া ওয়াহদে (হে একক), ইয়া কারীম (হে সম্মানতি)! আমি আপনার নবী এবং রহমতরে নবী মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার অভমিুখী হচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর অভমিুখী হচ্ছি যনিি আমার রব, আপনার রব এবং সকল কছিুর রব। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরবিারবর্গরে উপর রহমত অবতীর্ণ করনে। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার রহমতরে ফল্গুধারা, সহজ মুক্তি কামনা ও এমন প্রশস্ত রযিকি; যার মাধ্যমে আমার বক্ষিপ্তি অবস্থাকে একত্রতি করতে পারব, আমার ঋণ পরশিোধ করতে সক্ষম হবো এবং আমার পরবিাররে খরচরে ক্ষত্রেে এর সহায়তা নতিে পারব।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সহহি সুন্নাহ-তে রযিকি বৃদ্ধরি জন্য বশিষে কোনো নামাযরে অস্তত্বি নইে। প্রশ্নে দোয়াসহ যে নামাযরে ববিরণ দওেয়া হয়ছেে সটেি বদিআতী নামায। এটি আল্লাহর দ্বীনে এমন কছিু প্রবর্তন করা যার অনুমতি তনিি প্রদান করনেনি। এটি নব উদ্ভাবতি নষিদ্ধি বদিআতরে অন্তর্ভুক্ত। রযিকি বৃদ্ধরি বশে কছিু শরয়ি উপায় রয়ছেে আমরা এখানে সগেুলোর ইঙ্গতি ও দকি-নর্দিশেনা প্রদান করাটা শ্রয়ে মনে করছি। যমেন: ইস্তগিফার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, তাকওয়া অবলম্বন করা, বশেি বশেি দান করা ও বশেি বশেি হজ্জ-উমরাহ করা, উভয়টি একরে পর এক করতে থাকা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রযিকি বৃদ্ধরি বশিষে কোনো নামায আছে কি?

সহহি সুন্নাহ-তে রযিকি বৃদ্ধরি জন্য বশিষে কোনো নামাযরে অস্তত্বি নইে। প্রশ্নে দোয়াসহ যে নামাযরে ববিরণ দওেয়া হয়ছেে সটেি বদিআতী নামায। এটি আল্লাহর দ্বীনে এমন কছিু প্রবর্তন করা যার অনুমতি তনিি প্রদান করনেনি। এটি নব-উদ্ভাবতি নষিদ্ধি বদিআতরে অন্তর্ভুক্ত।

হাফযে ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘সাহাবীদরে থকেে সাব্যস্ত নয় এমন প্রতটিি কথা ও কাজকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াত বদি’আত হসিবেে গণ্য করনে। কারণ যদি এটি উত্তম কাজ হত তাহলে তারা আমাদরে আগইে এটি করতনে। কল্যাণকর এমন কোনো কাজ নইে যটেরি ক্ষত্রেে তারা অগ্রগামী হয়নি।’[তাফসীর ইবন কাসীর (৭/২৭৮-২৭৯)]

শাইখ সালহি আল-ফাওযান হাফযিাহুল্লাহ বলনে: “বর্তমান যুগে উদ্ভাবতি বদিাতরে সংখ্যা অনকে। ইবাদতরে ক্ষত্রেে মূল অবস্থা হচ্ছে সটেি তাওক্বীফী তথা (শরীয়ত কর্তৃক) নর্িধারতি। সুতরাং দলীল ছাড়া কোনো ইবাদতরে বধিান জারী করা জায়যে নয়। আর যে ব্যাপারে কোনো দলীল নইে সটেি বদিআত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যার ব্যাপারে আমার কোনো নর্িদশেনা নইে, সে প্রত্যাখ্যাত।’[হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করনে] বর্তমানে দলীল-বহিীন প্রচলতি ইবাদতরে সংখ্যা অনকে।...”[সমাপ্ত][কতিাবুত তাওহীদ (পৃ. ১৬০)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাধ্যম হসিবেে গ্রহণ করার বধিান

বদিআতী এই নামাযরে পর দোয়ার মধ্যে এ কথাটি বলা: ‘আমি আপনার নবী এবং রহমতরে নবী মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার অভমিুখী হচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর অভমিুখী হচ্ছি...’ এ ধরনরে কথা বলা জায়যে নইে। এটি নষিদ্ধি বদিআতী মাধ্যম গ্রহণরে অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তসম্মত ওসীলা ও বদিআতী ওসীলা সম্পর্কে জানার জন্য "শরীয়তসম্মত ওসীলা ও বদিআতী ওসীলা" শীর্ষক (3297) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মৃত্যুর পরে তার কাছে কংিবা অন্য কোনো মৃত ব্যক্তরি কাছে ক্ষতি প্রতহিত করা অথবা কল্যাণ লাভরে জন্য প্রার্থনা করে সে বড় শর্িকে লপ্তি হয়, যা তাকে মুসলমি মল্লিাত থকেে বরে করে দয়ে। এর জন্য তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

রযিকি বৃদ্ধরি শরয়িতসম্মত উপায়সমূহ

রযিকি বৃদ্ধরি বশে কছিু বধৈ উপায় রয়ছেে, সগেুলোর প্রতি ইঙ্গতি প্রদান করা ও দকি-নর্িদশেনা প্রদান করাটা আমরা শ্রয়ে মনে করছি; যাতে করে শরয়ি মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করা যায় এবং দ্বীনরে ক্ষত্রেে বদিআত থকেে সতর্ক থাকা যায়। এ উপায়গুলোর মধ্যে রয়ছেে:

- ইস্তগেফার করা (ক্ষমা প্রার্থনা):

আল্লাহ তাআলা বলনে:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“আমি (তাদেরকে) বলেছি: তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তেগফার কর (ক্ষমা চাও), নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদ-নদী বানিয়ে দিবেন।”[সূরা নূহ: ১০-১২]

- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা:

বুখারী (২০৬৭) ও মুসলিম (২৫৫৭) বর্ণিত আছে: আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার জীবিকা প্রশস্ত করা হোক অথবা তার মৃত্যুকাল পিছিয়ে দেয়া হোক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।”

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু বলেন: ‘জীবিকা প্রশস্ত হওয়ার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কেউ কেউ বলেন: তাতে বরকত আসা।’[সমাপ্ত]

- বেশি বেশি দান-সদকা করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“বলো: আমার প্রভু তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা বাড়িয়ে দেন ও (যার জন্য ইচ্ছা করেন তা) সীমিত করেন। তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) যা কিছু ব্যয় করো তিনি এর প্রতিস্থাপন করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।”[সূরা সাবা: ৩৯]

মুসলিম (২৫৮৮) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘দান-সদকা কোনো সম্পদ হ্রাস করে না।”

নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘তারা এর দুটি অর্থ উল্লেখ করেন: প্রথমটি হলো এর অর্থ দান করার ফলে সম্পদে বরকত হয়। অনিষ্ট প্রতিহত করা হয়। অপ্রকাশ্য বরকতের মাধ্যমে দৃশ্যমান ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার। দ্বিতীয়টি হলো: যদিও বাহ্যিক আকৃতির দিক থেকে এটি হ্রাস পায় তবু এর থেকে ফলে প্রাপ্ত নেকী তার ঘাটতি পূরণ করে দেয়। বহুগুণে তা বৃদ্ধি করে দেয়।’[সমাপ্ত]

- মহান আল্লাহকে ভয় করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“আর যে আল্লাহকে ভয় করা তিনি তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দিবেন। আর তাকে এমন জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যা সে ধারণাও করে না।”[সূরা তালাক: ২-৩]

- বেশি বেশি হজ্জ ও উমরা করা এবং সেগুলো পরপর করা:

তিরমিযী (৮১০) বর্ণনা করেন: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর করে যাবে। কেননা এ দুটি সেভাবে দারিদ্র্য ও পাপকে দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহিহ বলে গণ্য করেন]

- দোয়া করা:

ইবনে মাজাহ (৯২৫) বর্ণনা করেন: উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে সালাম ফেরানোর পরে বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহিহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।